০১। প্রকল্পের নাম : পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্প

০২। (ক) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

(খ) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

০৩। প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০ খ্রিঃ

০৪। মোট প্রকল্প ব্যয় : জিওবি - ৩৬৮০.৮৪ (লক্ষ টাকা)

: মোট-৩৬৮০.৮৪ (লক্ষ টাকা)

০৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- ২৫০০ টি ১.৫ একরের মিশ্র ফল বাগান সৃজনের মাধ্যমে ২৫০০ পরিবারের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- ২৫০০ টি ০.৭৫ একরের মিশ্র ফল বাগান সৃজনের মাধ্যমে ২৫০০ পরিবারের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- উদ্যান উন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৫,০০০ লোকের দক্ষতা উন্নয়ন;
- আগ্রহী ও সংশ্লিষ্ট ২৫০০ কৃষককে মিশ্র ফল বাগান সৃজনে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা;
- ১২৫০জন কৃষকের উদ্বুদ্ধকরণ সফর;
- ৫০০ জনকে উদ্যান নার্সারী ব্যবসা উন্নয়নে সহযোগিতা করা;
- ১২৫টি মার্কেট সেড নির্মাণ;এবং
- ২৫০টি পানির উৎস উন্নয়নের মাধ্যমে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি।

০৬। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি :

বাংলাদেশের অন্যতম অনুন্নত এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার ১৯৭৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করার পর থেকে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়ন করছে। জুমিয়া এবং সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক এবং ইউনিসেফও এগিয়ে এসেছে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোনে অবস্থিত তিনটি জেলা যথাঃ রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল গঠিত। বাংলাদেশের প্রায় এক দশমাংশ এলাকা বিভিন্ন উচ্চতার পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত। পার্বত্য এ এলাকায় আবাদযোগ্য মাঠ ফসলী জমি আছে মাত্র মোট জমির ৫%।

সমতল জমির অভাবে এখানে ফসল আবাদ সম্প্রসারণের সুযোগ খুবই সীমিত। অন্যদিকে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে কৃষকগণ তাদের খাদ্যের চাহিদা মিটাতে পাহাড়ের ঢালে অপরিকল্পিত চাষাবাদ করে থাকেন। এর ফলে একদিকে যেমন ভূমি ক্ষয় এবং ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস করে অন্যদিকে পরিবেশের ভারসাম্যও নষ্ট করে। এ এলাকার জমি ফলের বাগানের জন্য অত্যন্ত উপযোগী, কিন্তু প্রত্যন্ত এলাকার অনেক পাহাড়ী ভূমি এখনও আবাদের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে পার্বত্য এলাকার মোট ভূমির প্রায় ২২% উদ্যান ফসলের আওতায় আনার সম্ভাবনা রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান ও আবহাওয়া বিবেচনায়, এখানে উদ্যান ফসল আবাদের অনেক সুযোগ রয়েছে। দরিদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকদের উদ্যান ফসল আবাদে সম্পৃক্ত করা সবচাইতে ভাল বিকল্প। এগ্রো-ফরেষ্ট্রি কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র লোকদের পুনর্বাসন একটি যথাযথ ও পরীক্ষিত উপায় এবং আরও সম্প্রসারনের উপযোগী।

তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বাংলাদেশের সবচাইতে অনগ্রসর ও বিচ্ছিন্ন এলাকা। পার্বত্য চট্টগ্রামের ২৫ বছরের সামাজিক অস্থিরতা যা ১৯৯৭ সালের শান্তি চুক্তির মাধ্যমে শেষ হয় এবং এলাকার ভৌগিলিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকে এই অঞ্চল অনেক পিছিয়ে আছে। এই অঞ্চলের বিদ্রোহের সময়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যপকভাবে বাধাগ্রস্থ হয় যার ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটে। পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিন ধরে চলা সামাজিক অস্থিরতার ক্ষতি এখনও পূরণ করতে পারছে না। এই দ্বন্ধ পরবর্তী এলাকার অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়নসহ সামগ্রিক এলাকার উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ মনযোগ প্রয়োজন।

এসব বিষয় বিবেচনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড**''পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ''**শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহন করেছে।

০৭। প্রকল্পের বছর ভিত্তিক ব্যয় বিভাজনঃ

বছরভিত্তিক জিওবি অর্থের চাহিদা (লক্ষ টাকায়)			অর্থের উৎস	মন্তব্য
অর্থ বছর	জিওবি	মোট		
২০১৫-২০১৬	৯৭.০০	৯৭.০০	এডিপি/আরএডিপি	
২০১৬-২০১৭	১১৩৫.০০	১১৩৫.০০		
২০১৭-২০১৮	১২৬৩.০০	১২৬৩.০০		
২০১৮-২০১৯	৮৮৫.৮৪	৮৮৫.৮৪		
২০১৯-২০২০	৩০০.০০	৩০০.০০		
মোট	**৩৬৮০.৮৪০**	**৩৬৮০.৮৪০**		

০৮। প্রকল্পেরকর্মএলাকাঃ

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	রাঙ্গামাটি সদর কাউখালী কাপ্তাই রাজস্থলী বিলাইছড়ি জুরাছড়ি লংগদু বরকল বাঘাইছড়ি নানিয়ারচর
	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	খাগড়াছড়ি সদর দীঘিনালা পানছড়ি মাটিরাঙ্গা মানিকছড়ি রামগড় লক্ষ্মীছড়ি মহালছড়ি গুইমারা
	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	বান্দরবান সদর লামা আলীকদম নাইক্ষ্যংছড়ি রুমা থানচি রোয়াংছড়ি
০১ টি বিভাগ	০৩ টি জেলা	২৬ টি উপজেলা